দৈনিক খবর

তারিখ 06 OCT 1988
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ছাত্রলীগ নেতা নিহত ঃ শহরে উত্তেজনা

ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ

ময়মনসিংহ, ৫ই অক্টোবর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।— আজ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে পুনরায় সশস্ত্র সংঘর্ষ হয়েছে। ছাত্রলীগ (সু-র) সাংগঠনিক সম্পাদক চতুর্থ বর্ষের ছাত্র নোমান নিহত ও জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের কর্মী ৪র্থ বর্ষের স্বপনসহ ২০ জন আহত হয়েছে।

সংঘর্ষের পর পরিস্থিতি ভয়াবহতা অনুধাবন করে কর্তৃপক্ষ বেলা ২টায় মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে বিকেল তিনটার মধ্যে সকল ছাত্রদের এবং ছাত্রীদের আগামীকাল সকাল ৬টার মধ্যে হোস্টেল ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন।

ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ (সু-র) আজ ময়মনসিংহ শহরে অর্ধদিবস হরতাল আহবান করেছে।

আজ সকাল সাড়ে ৮টায় ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে ছাত্রলীগ (সু-র) ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষে রামদা, ছোরা, লাঠি, হকি স্টিক ব্যবহার ছাড়াও তিন রাউন্ড গুলীবর্ষণ ও ৫টি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। এ সময় নোমান মারাত্মকভাবে ছুরিকাহত হলে তাকে

শেষ পৃষ্ঠায় ৬ষ্ঠ কলামে

ময়মনসিংহ মেডিকেল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ৫টি আঘাতে আহত গুরুতর অবস্থায় নোমানকে অপারেশন থিয়েটারে চিকিৎসার সময় সন্ধ্যা ৬টায় মারা যায়। নিহত নোমান জামালপুরের নন্দিনা নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত টিএন্ডটি কর্মকর্তা মোশাররফ হোসেনের পুত্র, চিকিৎসার সময় তাঁর শরীরে ৪০ ব্যাগ রক্ত দেয়া হয়।

এ ঘটনার পর বেলা ১টায় ছাত্রলীগ (সু-র) কলেজ ও হাসপাতাল ক্যাম্পাসে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে। এ সময় ছাত্রদল কর্মী স্বপন আহত হয়। পরে তাকেও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কলেজ ও হাসপাতাল ক্যাম্পাসে পূর্ব থেকেই পুলিশ মোতায়েন করা ছিল। নোমান নিহতের প্রতিবাদে সন্ধ্যা সোয়া ৭টায় ছাত্রলীগ (সু-র) পুনরায় শহরে একটি বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিল বের করে। তখন স্টেশন রোডস্থ ছাত্র দলের কেন্দ্রীয় নেতা স্বপন চৌধুরীর বাসভবন ও এক নং পুলিশ ফাঁড়ির সামনে দু'টি বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। এ সময় যুব দলের এস এম ফারুক খান ও শামসু আহত হয়।